ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

NOV 29 2002

বেসরকারি উদ্যোগে সার্ক বইমেলাকে ভালো চোখে দেখছে না সরকার

সংঘাতে অনিচ্ছুক প্রকাশনা সংস্থাই মেলা এড়িয়ে চলছে

প্রতীক ইজাজ : বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আয়োজিত প্রথম সার্ক বইমেলাকে সরকার ভালো চোখে দেখছে না। সার্ক গঠনের কৃতিত্বের দাবিদার বিএনপি সরকার তিন দফায় ক্ষমতায় থাকলেও এ রকম একটি মেলার আয়োজন করতে না পারায় সংশ্লিষ্ট মহল এটিকে সরকারের চরম ব্যর্থতা বলে মনে করছে। আর এ কারণেই সরকার বইমেলার ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করছে বলে জানা গেছে।

এদিকে সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কায় মেলা আয়োজক কমিটির উৎসাহ-উদ্দীপনায় ইতিমধ্যেই ভাটা পড়েছে। মেলা দ্বিতীয় দিনের মাথায় তাদের মধ্যে কোনোমতে মেলা শেষ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। মেলা প্রসঙ্গে কেউ কোনো কথা বলতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। সরকারের কালো তালিকাভুক্তি এড়াতে মেলায় আসাও বন্ধ করে দিয়েছেন কেউ কেউ। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার সংশ্লিষ্ট সূত্র এ বিষয়গুলো জানিয়েছে।

একদিকে সরকারের অসন্তোষ অন্যদিকে মেলা আয়োজক কমিটির পিছুটান—এই টানাপড়েনে পড়ে মেলায় অংশ নেওয়া বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা অসহায় হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছে, এ রকম দায়সারা গোছের আয়োজন হবে জানলে এতো টাকা খরচ করে মেলায় অংশ নিতাম না।

উল্লেখ্য, আশির দশকে বিএনপি সরকারের আমলে দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশ ভারত, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান নিয়ে সার্ক গঠিত হয়। সার্ককে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হলেও সার্ক বইমেলা এই প্রথম। সরকারের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সরকারের এই অবহেলা ও দূরদর্শীতার অভাবের কারণেই বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এরূপ একটি মেলার আয়োজনে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে সরকারের ইমেজ কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ন হয়েছে বলেও সূত্র জানিয়েছে। ফলে মেলার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সরকারের চাপের মুখে এখন মেলা আয়োজক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

সরকারের সঙ্গে মেলা আয়োজক প্রতিষ্ঠানের এই মনোমালিন্যের কথা স্বীকার করেছেন অধিকাংশ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা। তারা জানান, কোনোমতে মেলা শেষ করার সরকারি চাপ অব্যাহত রয়েছে। সরকার চাইছে, বিষয়টিতে কোনো প্রকার রঙচঙ না মাখিয়ে কোনোমতে মেলা শেষ করতে। তারা চাইছেন সরকারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে সমঝোতায় আসতে। বিভিন্ন মহল জানিয়েছে, মেলা আয়োজনে সরকারের কোনো সহযোগিতা না নেওয়া কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য। এখন তাদের অনেকেই সরকারের বই ক্রয়ের তালিকা থেকে বাদ পড়ার ভয়ে সরকারকে ক্ষেপাতে নারাজ। তবে মেলা আয়োজক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পাবলিশার্স কাউন্সিলের সভাপতি মফিদুল হক সরকারের সঙ্গে মনোমালিন্যের বিষয়টি

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

বেসরকারি উদ্যোগে সার্ক বইমেলাকে

● শেষের পাতার পর

অস্বীকার করেছেন। তিনি ভোরের কাগজকে বলেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হলেও সার্ক পর্যায়ে এ রকম একটি মেলার আয়োজন করতেই পারি। এখানে সরকারের সঙ্গে বিরোধিতার কি হলো?

গতকাল শনিবার ছিল রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায় শুরু হওয়া ৪ দিনব্যাপী প্রথম সার্ক বইমেলার তৃতীয় দিন। ভারতের দুটি স্টল ছাড়া অন্য স্টলগুলো ছিল ক্রেতাশূন্য। মেলা প্রাঙ্গণে ক্রেতা ও পাঠক সমাগম ছিল খুবই কম। বিক্রিবাট্টা ছিল গত দিনগুলোর মতোই শূন্য। বিশেষ করে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেপালের স্টলে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের অলস সময় কাটাতে দেখা গেছে। মেলায় আসা পাঠকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা গতকালই প্রথম মেলার কথা জানতে পারে। সংশ্লিষ্ট প্রকাশকরা অভিযোগ করে বলেন, মেলার জন্য দেওয়া ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকার পুরোটাই লোকসান যাচ্ছে।

এদিকে সার্ক বইমেলা উপলক্ষে গঠিত সার্ক বুক ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল প্রণীত নীতিমালার কিছু মানা হচ্ছে না মেলায়। বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের দুটি প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনাকে শতকরা ২৫ টাকা কমিশনে বই বিক্রি করতে দেখা গেছে। বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার অব্যাহত রেখেছে তারা। শ্রীলঙ্কার স্টলে কোনো বই বিক্রি করা হচ্ছে না। বাংলাদেশ পাবলিশার্স কাউন্সিলের স্টলে কোনো বই নেই। বাংলাদেশের ন্যাশনাল বুক সেন্টারের স্টলটি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ফ্রেমবন্দী ছবি, বাণী দিয়ে সাজানো। পাকিস্তানের স্টলের বইগুলো সে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলী নিয়েই লেখা। নেপালি স্টলে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের ওপর বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বই তোলা হলেও স্টলের অধিকাংশই দখল করে আছে ক্যাটালগ ও পোস্টারে।

বইমেলা আয়োজক প্রতিষ্ঠানের ঔদাসিন্যের ফলে মেলাকে উপলক্ষ করে সার্ক দেশগুলোর মধ্যে বই বাণিজ্যের বিষয়টি এখন উপেক্ষিত। বিদেশী প্রকাশনাগুলো এ ব্যাপারে মোটেই আগ্রহ দেখাচ্ছে না। দেশের একাধিক প্রকাশক জানিয়েছেন, ওরা কখনই আমাদের বই কিনতে চায় না। শুধু ওদের বই বিক্রি করতে আসে। এক্ষেত্রে প্রকাশকরা পারস্পরিক সমঝোতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সাহিত্য প্রকাশের মফিদুল হক বলেন, ওদেরকে বোঝাতে হবে। বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অবশ্য ভারতের আনন্দ পাবলিশার্স বেশকিছু দুর্লভ ও সৃজনশীল বই এনেছে। সে দেশের শিশু সাহিত্য সংসদ প্রকাশনায় শিশুদের বেশকিছু মজার বই পাওয়া যাচ্ছে। কলকাতার পুঁথিপত্র সেরা লেখকের সেরা বই শিরোনামে জনপ্রিয় বেশকিছু বই এনেছে।

আজ রোববার সার্ক বইমেলার শেষ দিন। মেলার বিভিন্ন দিক নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে সকাল ১০টায়। সন্ধ্যায় রয়েছে সমাপনী অনুষ্ঠান। আগামী বছর আগস্ট মাসে দ্বিতীয় সার্ক বইমেলা ভারতের দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে।